স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

বিষয় : 'ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন আইন ২০১৪' মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশে প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন আইন/২০১৪ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

উক্ত খসড়া আইনের উপর মতামত profakazad@gmail.com এই ই-মেইল ১৫ কর্মদিবস পর্যন্ত প্রেরণ করা যাবে।

সংযুক্তিঃ খসড়া আইন ১ (এক) কপি।

(ইফ্‌ফাত আরা মাহমুদ)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৫৫৩১

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ইউ,ও নং: ৪৫.১৬১.১০৪.০০.০০.০০১.২০১৪- ১৮৭ তারিখ: ১৩/১১/২০১৪ খ্রি.

ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন আইন ২০১৪

খসড়া

জুন ২০১৪

বিল নং----------, ২০১৪

জাতীয় অগ্রাধিকার ও আন্তর্জাতিক পন্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে সেবা, গবেষণা ও উন্নয়ন-মূলক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে মেডিকেল বায়োটেকনোলজি ইতিবাচক প্রয়োগ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধানকল্পে প্রণীত

বিল

যেহেতু জাতীয় অগ্রাধিকার ও আন্তর্জাতিক পন্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে সেবা, গবেষণা ও উন্নয়ন-মূলক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ জাতীয় পর্যায়ে মেডিকেল বায়োটেকনোলজির ইতিবাচক প্রয়োগ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন** |– (১) এই আইন ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন আইন ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা** |– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "কমিশন" অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন [NMBTC];

(২) "জিন রূপান্তরিত জীব (জেনেটিক্যালী মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও))" অর্থ আধুনিক বায়োটেকনোলজির কৌশল অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত জিন পরিবর্তিত জীব;

(৩) "জেনেটিক্যালী মডিফাইড (জিএম) দ্রব্য" অর্থ জীন রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব হইতে উৎপাদিত দ্রব্য;

(৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৫) "বায়োএথিক্স" অর্থ জনগণ, সমাজ, ধর্ম, দেশ ও বিশ্বমানবতার সর্বাধিক মঙ্গলের দর্শন এবং মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া জীব প্রযুক্তি বিষয়ে আবিষ্কার, গবেষণা বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নৈতিক আচরণ;

(৬) "মেডিকেল বায়োটেকনোলজি" অর্থ মেডিকেল বায়োটেকনোলজির বৈধ প্রয়োগে কোন জীব দেহের জিন প্রতিস্থাপন, অপসারণ, সংযোজন বা রূপান্তরের মাধ্যমে জীব দেহের বৈশিষ্ট রূপান্তর বা নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব বা উহার অংশ বিশেষ উদ্ভাবন বা সৃষ্টি বা উহা হইতে প্রক্রিয়াজাত বা উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করার পদ্ধতি;

(৭) "মেডিকেল বায়োসার্ভেলেন্স" অর্থ মেডিকেল বায়োটেকনোলজির কারণে জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, নিরূপণ, পরিমাপ ও মূল্যায়নের কর্মসূচী;

(৮) "মেডিকেল বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি" অর্থ মেডিকেল বায়োটেকনোলজির বিষয়ে নিরাপদ জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাপযুক্ত কৌশল ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ;

(৯) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১০) "সচিব" অর্থ কমিশনের সচিব;

(১১) "সদস্য" অর্থ কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১২) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(১৩) "তহবিল" অর্থ কমিশনের তহবিল।

৩। **ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন প্রতিষ্ঠা** |– (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, ন্যাশনাল মেডিকেল বায়োটেকনোলজি কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজের নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি** |– (১) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কমিশন, প্রয়োজনবোধে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার এক বা একাধিক শাখা কার্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কমিশনের গঠন** |– (১) একজন চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে একজন মহিলাসহ মোট চার জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে;

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহারা কমিশনের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের মধ্যে অন্তত দুই জনকে পেশায় চিকিৎসক হইতে হইবে।

(৩) চেয়্যারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৪) চেয়্যারম্যান ও সদস্যগণ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।

(৫) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবেনা বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬। **চেয়্যারম্যান ও সদস্যগণের মর্যাদা, বেতন, ভাতা ইত্যাদি** |– চেয়্যারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের এবং সদস্যগণ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকের মর্যাদা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

৭। **কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ ও মেয়াদ** |– (১) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তাঁহার বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক হয়।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিয়োগের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, চেয়ারম্যান বা যেকোন সদস্যকে পুনঃনিয়োগ করিতে পারিবে, তবে একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে পরপর দুই মেয়াদের অধিক নিয়োগ লাভ করিবেন না।

৮। **কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা** |– (১) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের যোগ্যতা হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত এমবিবিএস বা সমতুল্য বিষয়ে স্নাতকসহ মলিকিউলার বায়োলজি (Molecular Biology), বায়োকেমিস্ট্রি (Biochemistry), মলিকিউলার জেনেটিকস (Molecular Genetics), প্রটিওমিকস (Proteomics), জেনেটিকস (Genetics), ফার্মাকোজেনোমিকস (Pharmacogenomics), মলিকিউলার ড্রাগস ডিজাইন (Molecular Drugs Design), সেল কালচার (Cell Culture), মাইক্রোবায়োলজি (Micro Biology), মলিকিউলার ফিজিওলজি (Molecular Physiology), ভাইরোলজি (Virology), ভ্যাক্সিনোলজি (Vaccinology), প্যারাসাইটোলজি (Parasitology), ইমমিউনোলজি (Immunology),

বায়োইনফরমেটিকস (Bioinformatics), মলিকিউলার মেডিসিন (Molecular Medicine), মলিকিউলার ডায়াগনস্টিকস (Molecular Diagnostics), বায়োটেকনোলজি এ্যান্ড বায়োইঞ্জিনিয়ারিং (Biotechnology and Bioengineering), পাবলিক হেলথ (Public Health) বা সমজাতীয় বিষয়ে স্বীকৃত কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী উপযুক্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাইবেন;

(খ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বা সমজাতীয় বিষয়ে কোন সরকারী বা বেসরকারী বা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক শিক্ষা বা গবেষণাধর্মী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ পরিচালনায় কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(গ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বা বায়োটেকনোলজি বা সমজাতীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্ণালে কমপক্ষে পাঁচটি গবেষণাপত্র থাকিতে হইবে;

(২) এমন কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ পাইবার যোগ্য হইবেন না, যিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন; বা

(খ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছেন; বা

(গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ সংঘটনের দায়ে আদালত কর্তৃক যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন; বা

(ঙ) মালিক, শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক, কর্মকর্তা, অংশীদার বা পরামর্শক হিসাবে বা অন্যবিধ কারণে ধারা ১১ এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পৃক্ত বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট।

৯। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদত্যাগ, অপসারণ ও দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা |– (১) চেয়ারম্যান বা যে কোন সদস্য তাঁহার চাকুরীর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সরকারের নিকট স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকার চেয়ারম্যান বা যে কোন সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান; বা

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন; বা

(গ) এমন কোন কাজ করেন যাহা কমিশনের বা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কারণে চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য তাঁহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য হইলে, সরকার, এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক, উক্ত কারণের যথার্থতা যাচাই করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৪) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, কমিশনের দায়িত্ব গ্রহনের তারিখের বিবেচনায় জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **কমিশনের সভা** |– (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভার আলোচ্যসূচী, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, কমিশনের সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যানসহ অন্যূন তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) কমিশনের উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) চেয়ারম্যান, সদস্যগণের সহিত আলোচনাপূর্বক, প্রয়োজনবোধে, সংশ্লিষ্ট যেকোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষজ্ঞগণ বা প্রতিনিধিবৃন্দকে কমিশনের সভায় পরামর্শ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

১১। **কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী** |– আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(১) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে সেবা সম্প্রসারন, গবেষণা, উন্নয়ন ও পণ্য উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট নিম্নরূপ কর্মকান্ড যথাঃ-

(ক) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা ও বাংলাদেশে মেডিকেল বায়োটেকনোলজির বিকাশের পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(খ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি সংক্রান্ত সেবা, গবেষণা, উন্নয়ন, পণ্য উদ্ভাবন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও অর্থ বরাদ্দ করা;

(গ) গবেষণা পর্যায়ে উদ্ভাবিত বায়োটেক পণ্য বাণিজ্যিককরণ বা প্রসারে ইনকিউবেটর সুবিধা সৃষ্টি করা;

(ঘ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি হস্তান্তরে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ করার মাধ্যমে দেশে বায়োটেক পণ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদনে সহায়তা করা;

(ঙ) বিভিন্ন জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল বায়োটেকনোলজি প্রসারের কর্মসূচী এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ছ) বায়োটেকনোলজি সংশ্লিষ্ট জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জৈব সম্পদ আহরণের নিমিত্তে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া;

(জ) দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার ভবিষ্যত সামগ্রিক চিত্র অনুধাবনের জন্য গবেষণা উন্নয়ন ও জাতীয় সেবা কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ঝ) মেডিকেল বায়োইনফরমেটিকস ও তৎসম্পর্কিত প্রযুক্তি সুবিধা গড়িয়া তোলা;

(ঞ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিকাশের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কর্মে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক মেধা সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করা;

(ট) উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার তাগিদে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংগনের সম্ভাবনাময় শিল্প, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে যথাযথ সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;

(ঠ) মলিকিউলার/ জেনেটিক ডিটেকশন, ডায়াগনসিস, কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা সুবিধা গড়িয়া তুলিতে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ করা;

(ড) বিশ্বমানের একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন ও প্রয়োজনবোধে, এক বা আঞ্চলিক গবেষণাগার ও কারিগরী সহায়ক প্রতিষ্ঠান, বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এক বা একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেন্টার অব এক্সিলেন্স, বৈজ্ঞানিক দলিল ও তথ্য বিনিময় কেন্দ্র, পাঠাগার ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা;

(ণ) বাংলাদেশ বা বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, রিসোর্স সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকট সমজাতীয় সেবা ও সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং যেকোন বিষয়ে যৌথ গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ জনবল তৈরী সম্পর্কিত নিম্নরূপ কার্যক্রম, যথাঃ-

(ক) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের নিমিত্ত মেডিকেল কারিকুলাম হালনাগাদের পরামর্শ প্রদান;

(খ) দেশের চিকিৎসা বিষয়ক পাঠাগারগুলোতে মেডিকেল বায়োটেকনোলজি রিসোর্স বৃদ্ধিকরণ;

(গ) দেশের চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেডিকেল বায়োটেকনোলজি শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে যন্ত্রপাতির সহায়তাকরণ;

(ঘ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য উপযোগী কোর্স ও প্রশিক্ষণ চালু করার ব্যাপারে সহায়তা করা ও প্রয়োজনে স্ব-উদ্যোগে চালু করা;

(ঙ) উপযুক্ত ও আগ্রহী জনবল চিহ্নিত করিয়া ক্রমান্বয়ে দেশে ও বিদেশে মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(চ) দেশে ও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দকরণ ও প্রার্থী নির্বাচন করা;

(৩) জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশগত নিরাপত্তা ও বায়োএথিক্স নিশ্চয়তা বিধান সম্পর্কিত নিম্নরূপ কার্যক্রম, যথাঃ-

(ক) ভোক্তা এবং পেশাগত কারণ অথবা বায়োটেকনোলজি জাতীয় শস্য বা পণ্য উৎপাদন এবং পরিবেশ অবমুক্ত করার ফলে মেডিকেল বায়োটেকনোলজির সংস্পর্শে আসা মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ঝুঁকি বা উপকারিতা নির্ণয়ের জন্য কার্যকর এপিডেমিওলজিক্যাল সার্ভেলেন্স প্রবিধানমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব অর্পণ, অর্থ বরাদ্দকরণ এবং তদারকিকরণ;

(খ) জীব-নিরাপত্তা, জীব-বৈচিত্র ও বায়োএথিক্স সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে র্কাযকর উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা;

(গ) হালনাগাদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পরামর্শের আলোকে পর্যাপ্ত সম্পদের সমাবেশপূর্বক কার্যকর নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির উপস্থিত রাখা;

(ঘ) মানবাধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সহিত মেডিকেল বায়োটেকনোলজি মাধ্যমে কৃত আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভারসাম্য বিধান করা;

(ঙ) মেডিকেল বায়োটেকনোলজির স্টান্ডার্ডস, বৈজ্ঞানিক তথ্য ভান্ডার এবং আচরণ বিধি বা কোডস অব প্রাকটিস, কোডস অব ইথিকস্ তৈরী করা;

(চ) রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্কের জন্য আইন বিধি, প্রবিধান, গাইড লাইন, স্কীম, নীতিমালা ইত্যাদি তৈরী করা।

(৪) পলিসি এ্যাডভোকেসি ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্পর্কিত নিম্নরূপ কার্যক্রম, যথাঃ-

(ক) মেডিকেল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের জন্য সেনসিটাইজেশন/ অরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে যথাযথ জনসচেতনতা এবং জনসংযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(খ) পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ ও স্বচ্ছতা বিধান সাপেক্ষে অব্যাহত পলিসি এ্যাডভোকেসী ও জনসচেতনা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১২। **ক্ষমতা অর্পণ** |– কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, এবং প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে উহার সকল বা যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয় ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পেশাদারী যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এমন যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। **কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ** |– (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে।

(২) কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতন, ভাতা ও চাকুরির সকল শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতন, ভাতা ও চাকুরির সকল শর্তাবলী কমিশন কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। **এথিক্যাল কমিটি, বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠনে কমিশনের ক্ষমতা** |– কমিশন সময় সময়, আদেশ দ্বারা উহার কার্যে সহায়তাদানের জন্য এক বা একাধিক সদস্য অথবা উহার যে কোন কর্মকর্তা অথবা এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এথিক্যাল কমিটি, বায়োসেফটি ও বায়োসিকিউরিটি কমিটি, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশে কমিটির দায়িত্ব, মেয়াদ, সম্মানি, কার্যপরিধি এবং অন্যান্য শর্তাবলীও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

১৫। মান নিশ্চিত করণ, ভৌত সুরক্ষা |– কমিশন কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তাবলী প্রতিপালন করিয়া কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী মেডিকেল বায়োটেকনোলজি সম্পর্কিত সকল পণ্য, দ্রব্য ও সেবার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ ও ভৌত সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। আমদানী, রপ্তানী, পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি |– এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ও সনাক্তকৃত নিয়ন্ত্রণ যোগ্য জিন পরিবর্তিত জীব ও দ্রব্য বাণিজ্যিক লক্ষ্যে সংগ্রহ, অর্জন, আমদানী, ধারণ, ব্যবহার, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, হস্তান্তর, স্থানান্তর, পরিবহন বা গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে অনুমোদন লাভের জন্য নিম্নরূপ শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) জিন পরিবর্তিত জীব ও দ্রব্য জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশের জন্য গুরুত্ববহ ক্ষতিকারক নহে মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

(খ) যতটুকু ক্ষতির ঝুঁকি থাকে তাহা নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্নভাবে ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীর যথেষ্ঠ কারিগরি ও প্রশাসনিক সামর্থ্য এবং সম্পদ থাকা।

১৭। পরিদর্শন, তল্লাশী, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি |– (১) এ আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে কমিশন উহার যে কোন কর্মকর্তাকে পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শক কর্তৃক কোন পরিদর্শন বা তল্লাশী পরিচালনা, আটক, দায়-দায়িত্ব, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৮। কমিশনের তহবিল |– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন একটি তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা: -

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক অনুদান;

(খ) কোন ব্যক্তি, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১৯। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা |– (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য উহার চাহিদা অনুযায়ী উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরিক্ষকের অধিকার ক্ষুন্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২০। **ঋণ গ্রহনের ক্ষমতা** |– কমিশন এই আইনের অধীন ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত, যে কোন ব্যক্তি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য শর্তাবলীর অধীন উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য কমিশন দায়ী থাকিবে।

২১। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী** |– (১) কমিশন প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত বাজেট বিবরণীতে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অনুদান আবশ্যক তাহাসহ কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) সরকার, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত বাজেট সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ সংশোধিত বা পরিবর্তিত বাজেট অনুমোদিত বাজেট হিসাবে গণ্য হইবে।

২২। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা** |– (১) কমিশন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত ও ব্যয়িত সকল অর্থের যথাযথ হিসাব প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত হিসাবে উহার আর্থিক পরিস্থিতির সঠিক এবং যথাযথ প্রতিফলন থাকিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত) প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, নথি, নগদ অর্থ ও ব্যাংক হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

২৩। **প্রতিবেদন** |– প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবে।

২৪। **জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহিত চুক্তি ও সহযোগীতা** |– কমিশন ইহার কার্যাবলি সুচারু ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জাতীয়, আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক এবং বিদেশী সরকার, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর সহিত যে কোন ধরনের চুক্তি করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শ ও সহযোগীতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৫। গবেষণাগার ও অন্যান্য কারিগরী সেবা | – এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন -

(ক) বিশ্বমানের একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন ও প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক আঞ্চলিক গবেষণাগার ও কারিগরী সহায়ক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) বিষয় সম্পর্কিত কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এক বা একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেন্টার অব এক্সিলেন্স, বৈজ্ঞানিক দলিল ও তথ্য বিনিময় কেন্দ্র, পাঠাগার ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করিতে পারিবে;

(গ) বাংলাদেশ বা বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, রিসোর্স সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকট সমজাতীয় সেবা ও সহযোগীতা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যেকোন বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(ঘ) জনস্বার্থে প্রত্যক্ষভাবে জনসেবামুলক সকল কর্মকান্ড নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা | – এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা | – (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রীকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া উক্ত প্রবিধানে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) কমিশনের সচিব, র্কমর্কতা ও র্কমচারীদরে নিয়োগ, বেতন, ভাতা ও চাকুরির সকল শর্তাবলী নির্ধারণ;

(খ) মান নিশ্চিত করণ, ভৌত সুরক্ষা নির্ধারণ;

(গ) আমদানী, রপ্তানী, পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঘ) পরিদর্শন, তল্লাশী, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি;

(ঙ) এপিডেমিওলজিক্যাল সার্ভেলেন্স বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ;

(চ) ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ছ) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ;

(৩) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণযোগ্য অন্যান্য বিষয়।

২৮। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ ।– (১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরজেী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।